৫০

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 25 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

ইসলামী ভার্সিটি ॥ প্রতিরোধের মুখে সিন্ডিকেট বৈঠক হয়নি ॥ পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ছাত্রদের চরম প্রতিরোধের মুখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহম্মদ ইনাম-উল-হক আহূত জরুরী সিন্ডিকেট বৈঠক বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। উপাচার্যের কুষ্টিয়াস্থ বাসভবনে এই সিন্ডিকেট বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে আন্দোলনকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ (শা-পা)-এর কর্মীরা বৃহস্পতিবার কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন মোড়ে ভোর বেলা থেকে দাঁড়িয়ে যায় এবং সিন্ডিকেট বৈঠকে আগত সদস্যদের ফিরিয়ে দেয়। ফলে কোন সদস্য সিন্ডিকেট বৈঠকে উপস্থিত না হওয়ায় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এদিকে উপাচার্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাঁর বাসভবন সংলগ্ন ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ম্যাজিস্ট্রেটসহ তিন শতাধিক পুলিশ মোতায়েন করেছে। ছাত্রলীগ বৃহস্পতিবার উপাচার্যের বাসভবনে অবরোধ কর্মসূচী পালন করতে গেলে পুলিশ কুষ্টিয়া শহরের কয়েকটি রাস্তায় চলাচল বন্ধ করে দিয়ে অবরোধ বানচালের চেষ্টা চালায়। পরে ছাত্রলীগ উপাচার্যের বাসার সন্নিকটে কাস্টমস মোড়ে এক বিক্ষোভ সমাবেশ করে। ক্যাম্পাসে কয়েক শ' পুলিশ মোতায়েন করে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা সমিতি বৃহস্পতিবার এক জরুরী সাধারণ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অচলাবস্থার নিরসনকল্পে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা এবং চ্যান্সেলর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগে স্মারকলিপি প্রদানসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সমিতি বৃহস্পতিবার পৃথক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বকেয়া বেতন প্রদান এবং এডহক ও অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ কতিপয় দাবিতে আগামী ২৭ জুলাই কালো ব্যাজ ধারণ, ২৮ জুলাই ১ ঘণ্টা কর্মবিরতি, ২৯ জুলাই মৌন মিছিল, ৩০ জুলাই সাংবাদিক সম্মেলন এবং ১ আগস্টের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ২ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন ও পানি-বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

উল্লেখ্য, ছাত্রলীগ (শা-পা) ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি উপাচার্যের দুর্নীতি, অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ ও অর্থ আত্মসাতের বিচার ও শাস্তি দাবি করে তাঁর অপসারণের দাবিতে ২৯ জুন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালন করে আসছে। উপাচার্য প্রায় এক মাস যাবত অফিস করেননি।

ঝিনাইদহ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অচলাবস্থা ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। দীর্ঘ এক মাস যাবত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কর্মকান্ড সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভিসির একগুয়েমির কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে।